# বিদ্যাসাগর

## গঠন কার্য্যে—

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : কালীপ্রসাদ ঘোষ
তত্ত্বাবধান : অগ্রদূত

গীত রচনা : শৈলেন রায়
সঙ্গীত পরিচালনা : রবীন চট্টোপাধ্যায়

চিত্রগ্রহণ : বিভূতি লাহা
শব্দধারণ : যতীন দত্ত
সম্পাদনা : কমল গাঙ্গুলী
শিল্প নির্দ্দেশ : তারক বসু
ব্যবস্থাপনা : তারক পাল
রূপ-সজ্জা : বসির

**কর্ম্মাধ্যক্ষ ঃ বিমল ঘোষ**

সহকারীগণ :—

পরিচালনায় : সরোজ দে, পার্ব্বতী দে, নিশীথ বন্দ্যোঃ
সঙ্গীতে : উমাপতি শীল
চিত্রগ্রহণে : বিজয় ঘোষ, অমল রায়
শব্দধারণে : অনিল তালুকদার, জগন্নাথ চ্যাটার্জ্জী
সম্পাদনায় : পঞ্চানন চন্দ্র, রঞ্জিত রায়, রমেন ঘোষ
ব্যবস্থাপনায় : সুবোধ পাল, বীরেন হালদার
রূপসজ্জায় : মুন্সীরাম, রমেশ দে
শিল্পনির্দ্দেশে : গোবিন্দ ঘোষ, যোগেশ পাল, জগবন্ধু সাউ, অমল বেরা
ইলেকট্রিসিয়ান : সুধাংশু ঘোষ, নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শম্ভু ঘোষ, নন্দলাল মল্লিক
স্থির-চিত্র : ষ্টিল ফটো সার্ভিস
পরিস্ফুটন : ইউনাইটেড সিনে. ল্যাবরেটরী
অর্কেষ্ট্রা : ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা

**পরিবেশন : ডি ল্যুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিমিটেড।**

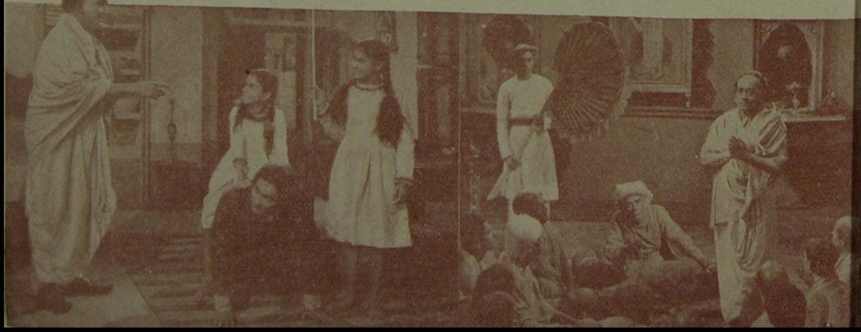

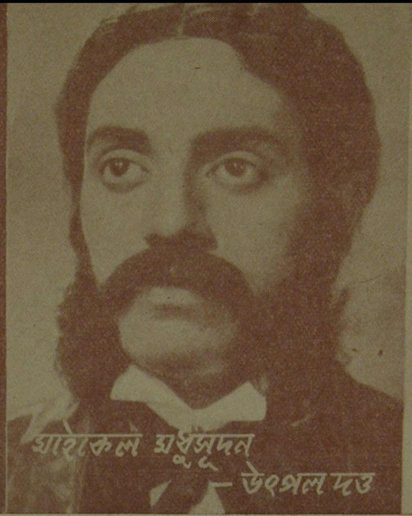


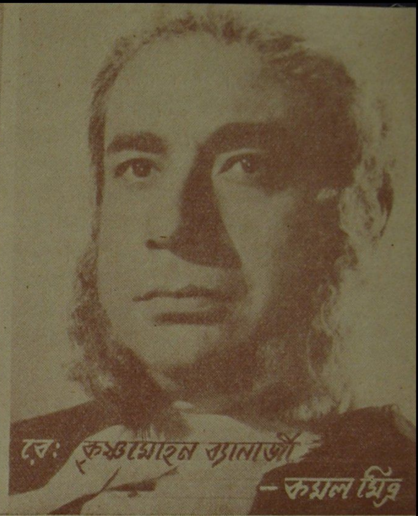


## নিবেদন—

প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূণ্য চরিত্রের আলোচনা যত হয় ততই দেশের মঙ্গল। তাই শক্তি অল্প জানিয়াও আমরা এই জীবনী-চিত্র নির্ম্মাণে ব্রতী হইলাম। দোষ-ত্রুটি অপরিহার্য্য ; তাহা উপেক্ষা করিয়া দর্শকবৃন্দ যদি কর্ম্মবীরের চরিত্র-আদর্শে বিন্দুমাত্রও অনুপ্রাণিত হন তবেই শ্রম সার্থক।

ঈশ্বরচন্দ্রের বহুমুখী কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে ক্ষুদ্র এক চিত্র-নাট্যে সম্পূর্ণ রূপ দেওয়া অসম্ভব। শিশির বিন্দুর মধ্যে সূর্য্যকে প্রতিবিম্বিত করার মত—প্রতিমার মধ্যে জগদীশ্বরকে ধ্যান করার মতই এই চিত্রার্ঘ্য।

"বিদ্যার সাগর তুমি, বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সে-ই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু!"—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

# সংক্ষিপ্ত জীবনী

বাংলা ১২২৭ সালে ১২ই আশ্বিন মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বংশে ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তেজস্বী পুরুষ—মাতা ভগবতী ছিলেন ভগবতী-তুল্যা করুণারূপিনী। অসাধারণ পিতৃমাতৃভক্ত ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্রে পিতার দৃঢ়তা এবং মাতার করুণা সমভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল।

গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠান্তে অতি অল্প বয়সেই ঈশ্বরচন্দ্র পিতার সহিত কলিকাতায় যান সংস্কৃত শিক্ষা করিতে। পথে মাইল-ষ্টোন দেখিয়াই তিনি ইংরাজী বর্ণমালার সংখ্যাগুলি শিখিয়া ফেলেন। সংস্কৃত পাঠশালার অধ্যাপকগণ ঈশ্বরের ধীশক্তি দেখিয়া বিস্মিত হন। মাত্র একুশ বৎসর বয়সে সপ্ত-শাস্ত্র আয়ত্ব করিয়া তিনি "বিদ্যাসাগর" উপাধি লাভ করেন।

প্রথমে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ইংরাজ সিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা শিক্ষার শিক্ষক নিযুক্ত হন। এদেশে শিক্ষা-বিস্তার ও শিক্ষা-পদ্ধতির উন্নতি-বিধান সম্পর্কে বহু সুচিন্তিত পরিকল্পনা তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহার পরিকল্পনায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকেই সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত করেন এবং পশ্চিমবঙ্গের চারিটি জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের ভার দেন। বিদ্যাসাগর অত্যন্ত দক্ষতার সহিত এই উভয় গুরু দায়িত্ব সম্পন্ন করিতে থাকেন।

যে অনন্যসাধারণ গুণরাশির জন্য বিদ্যাসাগর-চরিত্র স্মরণীয়—তাঁহার পাঠ্যাবস্থা ও কর্ম্মজীবন তাহাদের বহু নিদর্শনে অলঙ্কৃত। কর্ম্মক্ষেত্রে ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষকে বহুক্ষেত্রে তাঁহার তেজস্বিতা ও চরিত্র-দৃঢ়তার কাছে নতি-স্বীকার করিতে হয়। এক সময়ে ইংরাজ অধ্যক্ষের অশিষ্টতার সমুচিত শিক্ষা দিতে তাঁহার উদ্ধত চটির ইতিহাস এবং অপূর্ব্ব মাতৃভক্তির প্রেরণায় সন্তরণে বর্ষাবিক্ষুব্ধ দামোদর পার হওয়ার কাহিনী আজ জাতীয় প্রবাদে পরিণত হইয়াছে।

অতঃপর দেশের সামাজিক বিশৃঙ্খলা—বিশেষতঃ নারীজাতির অবস্থা তাঁহাকে বিচলিত করে। তিনি প্রাণপণ চেষ্টায় এ দেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ও নারীদের নানাবিধ সামাজিক নিগ্রহের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সংগ্রাম করিতে থাকেন। বাল্য-বিবাহ বন্ধ করিতে, বহু-বিবাহ বর্জ্জন করিতে এবং বালবিধবাদের পুনর্বিবাহের প্রচলন করিতে তাঁহার প্রয়াসের অন্ত ছিল না। পতির অবর্ত্তমানে অনাথা হিন্দু-নারীর সংস্থানের জন্য তিনিই প্রথম জীবন-বীমা প্রণালীতে "হিন্দু ফ্যামিলি এ্যান্যুইটি ফাণ্ড" স্থাপিত করেন। বর্ণ-পরিচয়, বোধোদয়, উপক্রমণিকাদি স্কুলপাঠ্য অসংখ্য পুস্তকাবলী নিজে রচনা করিয়া এবং বেসরকারী কলেজ মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশান প্রভৃতি শিক্ষালয় স্থাপন করিয়া তিনি দেশে শিক্ষা বিস্তারের পথ প্রশস্ত করেন। সরকারী সাহায্যে বঞ্চিত হইয়াও তিনি দেশের বহুস্থানে অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত করেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র নবযুগ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে 'বাংলা সাহিত্যের জনক' বলা হয়। 'সীতার বনবাস' ইত্যাদি তাঁহার রচনা বাংলা সাহিত্যের অলঙ্কার।

দুঃস্থ-দরিদ্রদের জন্য তাঁহার প্রাণ সর্ব্বদাই কাঁদিত। পাঠ্যাবস্থায় যখন নিজের দুই বেলা আহারের সঙ্গতি ছিল না তখনও তিনি নিজ বৃত্তি হইতে দরিদ্র সহপাঠীদের সাহায্য করিতেন, পরেও তাঁহার স্বোপার্জ্জিত সমস্ত অর্থই আর্ত্তের সাহায্যে ব্যয়িত হইত। তাঁহার এ সাহায্য এত ব্যাপক ও এত আন্তরিক ছিল যে "বিদ্যাসাগর" অপেক্ষা "দয়ার সাগর" নামেই তাঁহার পরিচিতি ছিল সমধিক।

"তুমি আর্ত্তের, তুমি বেদনার, ছিলে সকলের তুমি—
সবারে যেমন আলো দেয় রবি, ফুল দেয় সবে তুমি!"—নজরুল ইসলাম

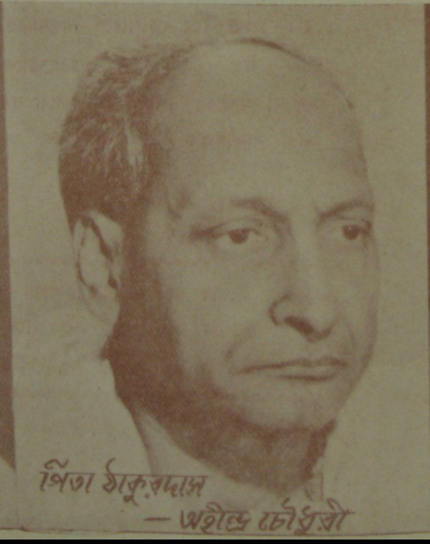

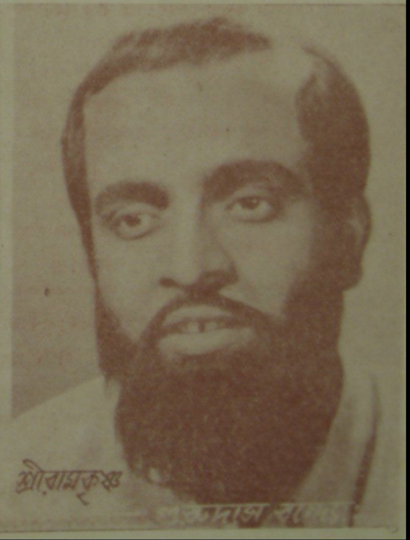

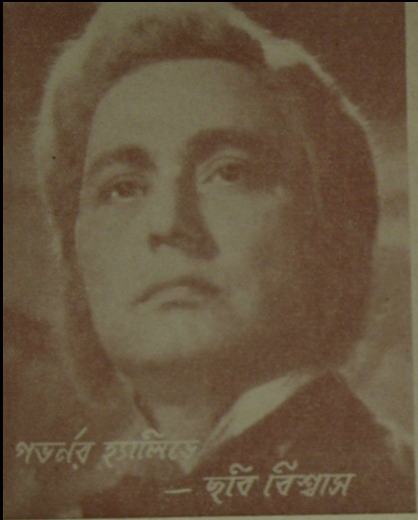

গভর্নর হ্যালিডে — ছবি বিশ্বাস

হেনরিয়েটা — মিরিয়াম ষ্টার্ক

(১)

বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর
চিরজীবী হয়ে।
সদরে কোরেছে রিপোর্ট
বিধবাদের হবে বিয়ে।
কবে হবে শুভদিন, প্রকাশিবে এ আইন—
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরবে হুকুম,
বিধবা রমনীর বিয়ের লেগে যাবে ধুম।
মনের সুখে থাকবো মোরা
মনোমত পতি লয়ে।
এমন দিন কবে হবে, বৈধব্য-যন্ত্রণা যাবে,
আভরণ পরিব সবে, লোকে দেখবে তাই—
আলো-চাল কাঁচ-কলার মুখে দিয়ে ছাই,
এয়ো হয়ে যাবো সবে
বরণ-ডালা মাথায় লয়ে।

—অজ্ঞাত

(২)

মাটির ঘরে আজ নেমেছে চাঁদ রে
—আজ নেমেছে চাঁদ।
বলি ও চকোরি, চোখ মেলে দেখ—
মিটুক মনের সাধ রে, মিটুক মনের সাধ।
কেন ঘোমটা দিয়ে মুখ লুকালি,
এলো যে তোর বর ;
ওযে বাঁকা ভুরুর ধনুর টানে ছড়ায় ফুলশর।
যেন পালিয়ে না যায়—চরণ দুটি
পরাণ দিয়ে বাঁধ রে, পরাণ দিয়ে বাঁধ।
রসিক ভ্রমর তুমি হে বর, তুমি রসিক বঁধু,
ফুলেরে তুষিয়া আগে পরে খেয়ো মধু।
সিঁথায় দিও সোহাগ-সিঁদুর, চরণ-ধুলি মাথে,
চাঁদ-মুখে তাম্বূল দিও—শঙ্খবালা হাতে ;
আর হৃদয় দিয়া হৃদয় ধরো
পেতে প্রেমের ফাঁদ রে, পেতে প্রেমের ফাঁদ।

—শৈলেন রায়

"বাংলা দেশের দেশী মানুষ! বিদ্যাসাগর বীর!
বীরসিংহের সিংহ শিশু! বীর্য্যে সুগম্ভীর!"—সত্যেন্দ্র দত্ত

"বাংলা সাহিত্যের উদয়গিরি শিখরে একদা যে জ্যোতিষ্মানের আবির্ভাব ঘটেছিল, আজ অস্ত দিগন্তের শেষপ্রান্ত থেকে তাঁর উদ্দেশ্যে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে যাচ্ছি!"—রবীন্দ্রনাথ

# প্রাণ প্রতিষ্ঠায়—

বিদ্যাসাগর—পাহাড়ী সান্যাল
ঠাকুর দাস—অহীন্দ্র চৌধুরী
গভর্ণর হ্যালিডে—ছবি বিশ্বাস
রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন—
কমল মিত্র
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব
গুরুদাস বন্দ্যোঃ
মাইকেল—উৎপল দত্ত
ভগবতী দেবী—মলিনা দেবী
দিনময়ী দেবী—অলকা দেবী
সুরবালা—শোভা সেন
প্রসন্ন—রেণুকা রায়
হেন্‌রিয়েটা—মিরিয়াম ষ্টার্ক
প্রতিবেশিনী—নিভাননী
রাইমনি—সন্ধ্যা দেবী
তর্কবাচস্পতি—তারা ভাদুড়ী
বাসরের গায়িকা—গঙ্গা
বালিকা সুরবালা—মঞ্জুলা

তারানাথ তর্কবাচস্পতি—সন্তোষ সিংহ
মদনমোহন তর্কালঙ্কার—ভূপেন চক্রবর্ত্তী
শ্রীশ বিদ্যারত্ন—শুভেন মুখার্জ্জী
ভূদেব মুখোপাধ্যায়—গৌতম মুখার্জ্জী
ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোঃ—দেবু বিশ্বাস
রাজনারায়ণ বসু—দেবেন বন্দ্যোঃ
রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোঃ—পুরু মল্লিক
কালীপ্রসন্ন সিংহ—অনুপকুমার
রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর—
হরিমোহন বসু
রামগোপাল ঘোষ—জ্যোতির্ম্ময় কুমার
রাম—নিশীথ সরকার
চট্টরাজ—আদল চ্যাটার্জ্জী
মিঃ কার্—চন্দ্রশেখর দে
মিঃ বেথুন—ম্যাল্‌কম্‌
মিঃ মার্শাল—মনোজ চ্যাটার্জ্জী
বালক ঈশ্বরচন্দ্র—মাঃ অরুণাভ
খঞ্জ-বালক—মাঃ সুখেন

পণ্ডিতমণ্ডলী—শিবকালী চট্টোঃ, গোকুল মুখো, সন্তোষ দাস, হরিধন, আদিত্য ঘোষ, কেষ্টো দাস, মধুসূদন চট্টোঃ
অধ্যাপকমণ্ডলী—গোপাল দে, সুশীল ঘোষ, বটু গাঙ্গুলী প্রভৃতি
সঙ—রঞ্জিত রায়, জহর রায় প্রভৃতি

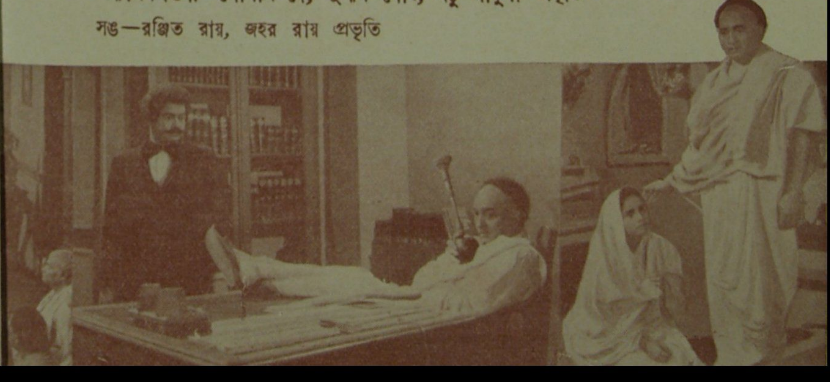

এম·পি·প্রোডাকসন্স লিঃ-র

পরবর্ত্তী আকর্ষণ—

# সহযাত্রী

শৈল বিহারের পটভূমিতে
নায়ের সরস ভ্রান্তিবিলাস!

পরিচালনা: **অগ্রদূত**

রচনা: **শৈলেন রায়** সুর: **রবীন চ্যাটার্জ্জী**

ভূমিকায়: ভারতী · করবী গুপ্তা ·
উত্তম · মলিনা · পদ্মা · জহর · কমল

## লীলা কঙ্ক

পরিচালনা:
সুধীশ ঘটক
সুর:
রবীন চ্যাটার্জ্জী
ভূমিকায়: ?

## প্রত্যাবর্ত্তন

পরিচালনা:
সুকুমার দাশগুপ্ত
সুর:
রবীন চ্যাটার্জ্জী
ভূমিকায়: ?

---

দি ক্যালকাটা প্রিন্টিং কোং লিঃ, ৯৮-৪ সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জ্জী রোড হইতে
শ্রীঅশ্বিনী কুমার বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও এম, পি, প্রোডাকসন্স লিঃ,
( ৮৭ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ) কর্ত্তৃক প্রকাশিত।